রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের মূল কথা

রিকার্ডোর □ক্ত□্য অনুসারে প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতার কারণে অর্থাৎ জমির মৌলিক ও অ□িনশ্বর গুণের কারণে জমি থেকে ফসল পাওয়া যায়। সেই ফসলের অংশ যা জমির মালিককে দেওয়া হয়, তাই হলো জমির খাজনা। প্রকৃতি অকৃপণভা□ে মানুষকে জমির যোগান দেয়নি। তাই রিকার্ডো মনে করেন চাহিদার তুলনায় জমির যোগানের স্বল্পতার কারণে খাজনার উদ্ভ□ হয়। ভূমি□াদি অর্থনীতি□িদগণ মনে করতেন প্রকৃতির দয়ায় খাজনা পাওয়া যায়। কিন্তু রিকার্ডোর মতে প্রকৃতির কৃপণতাই খাজনার জন্য দায়ী। প্রকৃতি যদি কৃপণ না হত অর্থাৎ উর্□র জমি যদি অফুরন্ত পাওয়া যেত, তা হলে জমি থেকে খাজনার উৎপত্তি হত না। জমির পরিমাণ যেহেতু প্রয়োজনের তুলনায় কম, তাই খাজনার উৎপত্তি ঘটে।

রিকার্ডো আরও মনে করে, খাজনা হলো উৎপাদকের উদ্□ৃত্ত। জমির উর্□রতার পার্থক্যের কারণে সেই উদ্□ৃত্ত আয় □া খাজনা দেখা দেয়। একই দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনাকে প্রার্থক্যজনিত আয় □লা যায়। □িভিন্ন জমির মধ্যে উর্□রতার পার্থক্য আছে। কোন জমি □েশি উর্□র এ□ং কোনটি কম উর্□র। প্রথমে □েশি উর্□র জমি চাষের আওতায় আসে। তারপর ফসলের চাহিদা □াড়লে ক্রমেই অনুর্□র জমি চাষের আওতায় আনতে হয়। যে জমি চাষ করার পর প্রাপ্ত ফসলের দাম দ্বারা কে□ল চাষের খরচ নির্□াহ করা যায়, কিন্তু কোন উদ্□ৃত্ত পাওয়া যায় না, সেই জমিকে প্রান্তি ক জমি □লে। প্রান্তিক জমির খাজনা নেই। প্রান্তিক জমির তুলনায় উর্□র জমিতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত (খরচের উদ্□ৃত্ত) ফসল হলো খাজনা।

রিকার্ডোর তত্ত্বের মূল □ক্ত□্য অনুসারে দু’ টি কারণে খাজনার উদ্ভ□ হয়। সেই দু’ টি কারণ কি কি?

১। যদি □িভিন্ন জমি সমজাতীয় হয়, অর্থাৎ গুণাগুণের দিক থেকে তারা যদি একই রকম হয়, তবে চাহিদার তুলনায় জমির স্বল্পতার কারণে খাজনা (ঝপধৎপরঃ্ু ৎ□হঃ) দেখা দেয়।

২। যখন গুণগত দিক থেকে □িভিন্ন জমি □িভিন্ন রকম হয়, তখন উর্□রতা ও অ□স্থানগত দিক থেকে নিকৃষ্ট জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিতে তারতম্যমূলক খাজনা (উরভভ□ৎ□হঃরধষ ৎ□হঃ) দেখা দেয়

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের অনুমিতি

১. সমগ্র সমাজের প্রেক্ষিতে □ি□েচিত জমির যোগান সীমিত।

২. জমি যেহেতু প্রকৃতি প্রদত্ত, তাই তার যোগান মূল্য নেই। জমির দাম □াড়লেও যোগান □ৃদ্ধির সুযোগ নেই।

৩. ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন □িধি কার্যকর।

৪. জমির উৎপাদন ক্ষমতা তথা উর্□রতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উৎপত্তি হয়।

৫. জমির মৌলিক ও অ□িনশ্বর ক্ষমতা আছে।

১১.৫.৩ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের উদাহরণভিত্তিক □িশে-ষণ

উর্□রা শক্তির ভিত্তিতে জমিকে তিনটি শ্রেণীতে □িভক্ত করা যাক : ১ম , ২য় ও ৩য়। ১ম শ্রেণীর জমিকে উৎকৃষ্ট, ২য় শ্রেণীর জমিকে মধ্যম এ□ং ৩য় শ্রেণীর জমিকে নিকৃষ্ট □লা হয়। ৩য় শ্রেণীর জমিকে প্রান্তিক জমি (সধৎমরহধষ ষধহফ) □লা হয়। প্রান্তিক জমির প্রাপ্ত ফসল ও সেই ফলে উৎপাদনের □্যয় সমান। সেখানে কোন উদ্□ৃত্ত পাওয়া যায় না। কাজেই প্রান্তিক জমি □া□দ কোন খাজনা দিতে হয় না। প্রান্তিক জমির তুলনায় ১ম ও ২য় শ্রেণীর জমিতে যে □াড়তি ফসল পাওয়া যায়, তার আর্থিক মূল্যকে খাজনা □লা হয়। ৩য় শ্রেণী অপেক্ষা ২য় শ্রেণীর জমিতে ফসল □েশী পাওয়া যায় এ□ং ২য় শ্রেণী অপেক্ষা ১ম শ্রেণীর জমিতে আরও □েশি ফসল পাওয়া যায়। তাই ৩য় শ্রেণীর (প্রান্তিক) জমির ভিত্তিতে ২য় শ্রেণীর জমি থেকে যতটা খাজনা পাওয়া যায়, তার তুলনায় ১ম শ্রেণীর জমিতে খাজনা □েশি হয়।

জমির শ্রেণী একর প্রতি

উৎপাদন

(কুইন্টাল)

প্রতি

কুইন্টালের

দাম (টাকা)

মোট আয়

(টাকা)

মোট খরচ

(টাকা)

উদ্□ৃত্ত □া

খাজনা

(টাকা)

১ম শ্রেণী

২য় শ্রেণী

৩য় শ্রেণী

২০

১০

৫

৪০০

৪০০

৪০০

৮০০০

৪০০০

২০০০

২০০০

২০০০

২০০০

৬০০০

২০০০

০ (শূন্য)

উপরের সূচিতে লক্ষ্য করা যায় যে, ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর জমির একর প্রতি উৎপাদন যথাক্রমে ২০, ১০ ও ৫ কুইন্টাল। প্রতি কুইন্টালের দাম ৪০০ টাকা হলে উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে উৎপাদক অর্থ পায় যথাক্রমে ৮০০০, ৪০০০ ও ২০০০ টাকা। একর প্রতি জমির উৎপাদন ব্যয় ধরা যায় ২০০০ টাকা। সুতরাং

১ম শ্রেণীর জমির খাজনা = ৮০০০ – ২০০০ = ৬০০০ টাকা।

২য় শ্রেণীর জমির খাজনা = ৪০০০ – ২০০০ = ২০০০ টাকা।

৩য় শ্রেণীর জমির খাজনা = ২০০০ – ২০০০ = ০ (শূন্য) টাকা।

সুতরাং ৩য় শ্রেণীর জমিতে কোন খাজনা থাকে না। এখানে ২য় শ্রেণীর জমিটি প্রান্তিক জমি হিসাে িেচ্য। সেই প্রান্তিক জমির তুলনায় ১ম ও ২য় শ্রেণীর জমিতে যে উদ্্‌ৃত্ত পাওয়া যায়, তাই খাজনা নামে অভিহিত হয়। লক্ষ্য করা যায় যে, প্রান্তিক জমির তুলনায় জমিতে অধিক খাজনা থাকে এং ২য় শ্রেণীর জমিতে তার তুলনায় খাজনার পরিমাণ কম হয়

৪ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের চিত্রভিত্তিক িশে–ষণ

চিত্রে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব নির্দেশ করা হলো। ভূমি অক্ষে জমির শ্রেণী ও লম্ব অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদন ্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। ১ম শ্রেণীর জমিকে অ, ২য় শ্রেণীর জমিকে ই এং ৩য় শ্রেণীর জমিকে ঈ হিসাে নির্দেশ করা হলো। অ তে সংশি–ষ্ট আয়তক্ষেত্র ৮০০০ টাকার উৎপাদন, ই তে সংশি–ষ্ট আয়তক্ষেত্র ৪০০০ টাকার উৎপাদন এং ঈ তে সংশি–ষ্ট আয়তক্ষেত্র ২০০০ টাকার উৎপাদন নির্দেশ করে। ঈ কে এখানে প্রান্তিক জমি লা হয়। ঈ তে সংশি–ষ্ট আয়তক্ষেত্রের সমান আয়তক্ষেত্র, অ তে সংশি–ষ্ট আয়তক্ষেত্র থেকে াদ দিলে পাওয়া যায় অ জমির খাজনা। অ তে সংশি–ষ্ট আয়তক্ষেত্রের ছায়াৃত্ত অংশ দ্বারা অ জমির খাজনা দেখানো হয়। একইভাে ঈ তে সংশি–ষ্ট আয়তক্ষেত্রের সমান আয়তক্ষেত্র, ই তে সংশি–ষ্ট আয়তক্ষেত্র থেকে াদ দিলে পাওয়া যায় ই জমির খাজনা। ই তে সংশি–ষ্ট আয়তক্ষেত্রের ছায়াৃত্ত অংশ দ্বারা ই জমির খাজনা দেখানো হয়।

ণ

উৎপাদন /্যয়

৮০০০

৪০০০

২০০০

ঢ

০ অ ই ঈ জমি

চিত্র-২

১১.৫.৫ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের ত্র “টি া সমালোচনা

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের িভিন্ন ভাে সমালোচনা করা হয়েছে। নিু তাদের উলে–খ করা হল –

১। জমি প্রকৃতি প্রদত্ত হলেও তার শক্তি অ□িনশ্বর নয়। জমির উর্□রতা ক্ষয় হতে পারে। আ□ার □ৈজ্ঞানিক চাষা□াদের মাধ্যমে জমির উর্□রতা □াড়ানো যেতে পারে। তাই জমির মৌলিক ও অ□িনশ্বর শক্তি নির্ধারণ করা কঠিন।

২। জমির □্য□হারকে কে□ল একটি ক্ষেত্রে সীমিত রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন – কোন জমি একটি □িশেষ ফসল উৎপাদনের উপযোগি হলেও সেই ফসলের জন্য সেই জমি সর্□দাই থাক□ে, এটি ভে□ে নেওয়া ঠিক নয়। একই জমি একাধিক □্য□হারে নিয়োগ করা সম্ভ□ হলে ক্ষেত্র □িশেষে জমির যোগান কমানো □া □াড়ানো যায়।

৩। রিকার্ডো মনে করেন উৎকৃষ্ট জমি প্রথমে চাষা□াদের আওতায় আনা হয়, তারপর মধ্যম এ□ং সর্□শেষে নিকৃষ্ট জমি চাষা□াদ করা হয়। প্রকৃত অ□স্থায় মানুষ প্রথমে জমির সঠিক শ্রেণী □িভাগ করতে পারে না। মানুষ তার নিজস্ব সু□িধা অনুসারে জমি চাষ শুরু করে। এমন হতে পারে যে, সে যে জমি প্রথমে চাষ করা শুরু করল, সেই জমি উর্□রতার দিক থেকে হয়ত সর্□োৎকৃষ্ট নয়। জমির অ□স্থানগত দূরত্ব সে □ি□েচনায় আনতে পারে। যেমন – কোন □্যক্তি তার □সস্থান থেকে দূর□র্তী জমিতে চাষা□াদ করার চেয়ে নিকট□র্তী জমিতে চাষা□াদ করতে □েশী আগ্রহী থাক□ে। কোন জমি □েশী উর্□র, এ □িষয়টির উপর সে প্রথমে গুরুত্ব নাও দিতে পারে।

৪। রিকার্ডোর তত্ত্বে খাজনা□িহীন জমির কথা উলে-খ করা হয়। কিন্তু খাজনা □িহীন জমি প্রকৃত অ□স্থায় দেখা যায় না